প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বর্তমান যুগে মানবাধিকার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ যথা আইনি, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ইত্যাদি থেকে বিস্তৃত ও তীব্র বিতর্ক, আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মানবাধিকার সনদ গৃহীত হবার পর সারা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার ধারণা প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা বিশ্বের নেতৃবর্গকে শিহরিত ও আতঙ্কিত করে এবং তারপর তাঁরা মানবাধিকার সনদের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেন। শেষ পর্যন্ত এটি বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গৃহীত হয়। সেইসঙ্গে বিশ্বের নেতৃবর্গ তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংবিধানে মানবাধিকার সনদে উল্লিখিত অধিকারসমূহকে স্থান দেবার অঙ্গীকার করেন। সমসাময়িক কালে অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধানে বেশ কিছু মানবাধিকার আইনরূপে স্থান করে নিয়েছে এবং সেসব রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনে অধিকারসমূহের বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানকালে মানবাধিকার ধারণা মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রয়োগের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, মানবাধিকারের একটি তাত্ত্বিক ঐতিহ্য আছে, যা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। যদিও এই ধারণা একটি প্রায়োগিক ধারণা, তবুও এই ধারণার প্রয়োগের প্রসঙ্গে এর ঐতিহ্যপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কারণ এই ধারণা মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রয়োগের পূর্বে এই ধারণাটি কী এবং কেন এর প্রয়োগ প্রয়োজন তা বোঝা দরকার। এই ধারণার প্রয়োগ মানব সমাজের পক্ষে কতটুকু মঙ্গলজনক বা ক্ষতিকারক তা বিচার করা দরকার। অন্য কথায়, মানবাধিকার বিষয়টি কী, এর উৎস ও ঐতিহাসিক বিকাশ, আধুনিক ও সমসাময়িক মানবাধিকার ধারণার তাত্ত্বিক ভিত্তি কী এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণার যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সম্যক আলোচনার দাবি রাখে। বর্তমান গ্রন্থে মানবাধিকার ধারণা সম্পর্কিত বিষয়গুলি যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনে প্রয়াসী হব।

Scanned by CamScanner

মানবাধিকার ধারণার গোড়ার কথা

প্রাচীন গ্রিকযুগে মানবাধিকারের আদিরূপ প্রাকৃতিক বিধি থেকে নিঃসৃত প্রাকৃতিক অধিকারের পদচিহ্ন পাওয়া গেলেও ইউরোপীয় নবজাগরণের হোতাগণ যথা টমাস হবস্ (Thomas Hobbes), জন লক (John Locke), ও টমাস পেইন (Thomas Paine)-এর রচনায় প্রাকৃতিক অধিকারের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য এডমুন্ড বার্ক্ (Edmund Burke), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) ও কার্ল মার্কস (Karl Marx) এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেন।

মানবাধিকার ধারণা অন্যান্য ধারণা, যেমন সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায় ইত্যাদির মতো পাশ্চাত্য উদারপন্থী ভাবধারা থেকে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদেরা মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অধিকার বিষয়ে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা মানব প্রকৃতির বিশ্লেষণের উপরই অধিকারসহ অন্যান্য নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ স্থাপন করেন। উদারপন্থী ভাবধারায় মানুষকে সমাজ ও সম্প্রদায়ভুক্ত জীব হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে সমষ্টিগত মঙ্গলের চেয়ে ব্যক্তিগত মঙ্গল অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাছাড়া, এ সকল চিন্তবিদেরা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক কথায়, মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভিত্তি করে উদারপন্থী চিন্তাবিদেরা তাঁদের অধিকার ধারণার জন্ম দিয়েছেন।

সমসাময়িককালে অনেক চিন্তাবিদ মানবাধিকার সম্পর্কে তাঁদের তত্ত্ব রচনা করেন প্রাকৃতিক অধিকার পরম্পরার প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে। অনেক দার্শনিকের মধ্যে আমরা বর্তমান গ্রন্থে টি. এইচ. গ্রিন (T. H. Green), মার্গারেট ম্যাক্ডোনাল্ড (Margaret MacDonald), জোয়েল ফেইনবার্গ (Joel Feinberg) এবং রেক্স মার্টিন (Rex Martin) প্রমুখ চিন্তাবিদগণের মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা বিশ্লেষণ করব। গ্রিনের মতে, মানবাধিকার হল একপ্রকার স্বীকৃত দাবি (a recognised claim) ; ম্যাক্ডোনাল্ডের মতে, অধিকার হল কোনো ন্যায্য দাবির স্বপক্ষে একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা (taking a stand) ; ফেইনবার্গের কাছে অধিকার হল কারুর বিরুদ্ধে কোনো কিছুর জন্য দাবি করা (claims to something and against someone) ; এবং মার্টিনের মতে, অধিকার হল স্বীকৃত স্বত্বাধিকার (recognised entitlement)।

Scanned by CamScanner

মানবাধিকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এখানে আমরা মানবাধিকারের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ধারণার মতো অধিকারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানবাধিকার মানুষের কিছু ন্যূনতম মৌলিক স্বার্থ রক্ষা করে এবং তাকে নিরাপত্তা দেয় সম্ভাব্য আক্রমণকারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। মানবাধিকার মানুষকে নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ন্যায্য দাবি আদায়ে সহায়ক হয়। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি মানবাধিকার ভোগ করছে বলতে বোঝায় যে, সে বা তারা এক সম্মানের স্থানে আসীন। অধিকার হল বর্মস্বরূপ যা তাকে রাষ্ট্র বা অন্য কারুর সকল প্রকার অনৈতিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। মানুষের কিছু সহজাত গুণাবলির সংরক্ষণ এবং সেগুলির ক্রমবিকাশ ও উন্নতির স্বার্থে তার একান্ত নিজস্ব স্থান (private space) থাকা দরকার, যেখানে সে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির নিরিখে জীবনযাপন করতে পারে। সুতরাং মানবাধিকার হল এক ধারণাগত কৌশল বা ব্যবস্থা (conceptual device), যা একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে একটি নৈতিক স্থান দান করে, যেখানে সে বা তারা সহজাত কিছু মানবিক গুণাবলির লাগামহীন বিকাশ ও উন্নতিসাধনের সুযোগ পায় এবং এতদ্বারা স্বাভাবিক মানবিক পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

মানবাধিকার হল এক ধরনের নৈতিক অধিকার, যা কেবলমাত্র মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তিসমষ্টি ভোগ করতে পারে এবং তা প্রযোজ্য তার বা তাদের জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা অথবা অন্য কোনো পদমর্যাদা নির্বিশেষে। মানবাধিকার মূলত নৈতিক অধিকার হলেও এই অধিকারসমূহকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে স্থান দিয়ে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং ফলে একজন ব্যক্তি মানবাধিকারের আইনিরূপের সহায়তা নিয়ে তার সহ-নাগরিকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এমনকি তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অনৈতিক কার্যকলাপ রুখতে সচেষ্ট হতে পারে। তবে যদি কোনো রাষ্ট্র তার সংবিধানে মানবাধিকার সমূহকে স্থান না দিয়েও থাকে, তবুও সেই রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ এতদ্বারা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেন না। কারণ, সমসাময়িক মানবাধিকার ধারণার মধ্যে এমন এক নৈতিক শক্তির (moral force)-র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যার প্রভাবে মানবাধিকার সর্বজনীন ও সহজাতরূপে সকল ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য। যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার দাবি করতে পারেন, এমন কি এ ব্যাপারে আইনি সহায়তা না পেলেও। সমসাময়িক ধারণার মধ্যে নিহিত

Scanned by CamScanner

নৈতিক শক্তি একজন ব্যক্তিকে তার ন্যূনতম অধিকার দাবি করার বৈধতা দান করে। মানবাধিকার দাবি করা মানে কোনো ইচ্ছার প্রকাশ করা নয় বা কোনো অনুগ্রহ চাওয়া নয়, বরং তা হল নৈতিকভাবে কারুর কাছে কোনো কিছু দাবি করা (to place a moral claim to something and against someone)। কাউকে মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণা না দেওয়া বা কাউকে অযৌক্তিকভাবে আটক না করার মধ্যে নৈতিক শক্তি সহজাতভাবে নিহিত আছে যার উপর দাঁড়িয়ে একজন ব্যক্তি ন্যায় দাবি করতে পারে, যদিও বা এসব ক্ষেত্রে আইনি বৈধতা নাও থাকে। যদিও সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের ন্যূনতম দায়িত্ব হল এসব অধিকার রক্ষা করা, তবুও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির উপরও নৈতিক দাবি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায়। অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি বা রাষ্ট্র এরূপ দাবির বাস্তবায়নে উদ্যোগী না হলে তা হবে চরম অবিচার।

তাছাড়া, মানবাধিকার হল জন্মগত অধিকার। অর্থাৎ এই অধিকার কোনো কর্মসম্পাদন বা অন্য কোনো উপায়ে অর্জন করতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো প্রকাশককে কোনো গ্রন্থ প্রকাশনার অধিকার পেতে হলে তাকে লেখকের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয় অথবা ব্যক্তি যখন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অধিকার অর্জন করেন, তখন তাঁকে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপত্র পেতে হয়। মানবাধিকার কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে এরূপ সীমিত অধিকার নয়। কারণ, মানবাধিকার কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কর্তব্য বা অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং তা সর্বজনীনভাবে সকল মানুষের অধিকার। মানবাধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির সহজাত ও জন্মগত অধিকার। এই অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ বা হস্তান্তর করা যায় না। কোনো বস্তুর বিনিময়ে কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অনৈতিক। কারণ কোনো ব্যক্তিকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অর্থ হল তাকে অ-মানুষ (dehumanise) রূপে গণ্য করা। সর্বোপরি, মানবাধিকার দাবি করার অর্থ হল কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে তার বা তাদের সহজাত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

মানবাধিকারের তিনটি প্রজন্ম

এখন প্রশ্ন হল ঃ কোন্ কোন্ অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়? প্রথাগতভাবে মানবাধিকারসমূহ তিনটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রথমত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহকে প্রথম প্রজন্মের অধিকাররূপে গণ্য করা হয়। এই অধিকারসমূহের উৎস হল অষ্টাদশ শতাব্দীর

Scanned by CamScanner